রসুন চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসলের জাত পরিচিত

জাতের নাম : বারি রসুন-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ২৪-২৫ ইঞ্চি, পাতার সংখ্যা ৭-৮ টি, প্রতি কন্ডে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২ টি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬-৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ২ - ৩ কেজি কন্ড

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আবহাওয়া ভেদে আশ্বিনের শেষ-কার্তিকের শেষ। অগ্রহায়নের পর রসুন লাগালে ফলন কম হয়। মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রসুন লাগানো ভালো।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি রসুন-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ২২-২৩ ইঞ্চি, পাতার সংখ্যা ৯-১০ টি, কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪ টি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : -

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩২ - ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮-৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ২ - ৩ কেজি কন্ড

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আবহাওয়া ভেদে আশ্বিনের শেষ-কার্তিকের শেষ। অগ্রহায়নের পর রসুন লাগালে ফলন কম হয়। মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রসুন লাগানো ভালো।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি রসুন-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দের ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ২৭-২৮ ইঞ্চি। পাতার সংখ্যা ১০-১১ টি। কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০-১১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ২ - ৩ কেজি কন্দ

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। মধ্য অক্টোবর থেকে শেষ অক্টোবরের মধ্যে রোপণ করা ভালো। মধ্য অক্টোবর থেকে শেষ অক্টোবরের মধ্যে রোপণ করা উত্তম। এর পর রসুন লাগালে ফলন খুবই কমে যাবে।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি রসুন-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কন্দের ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের উচ্চতা ২৭-২৮ ইঞ্চি। পাতার সংখ্যা ১০-১১ টি। কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩২ - ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮-৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ২ - ৩ কেজি কন্দ

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। মধ্য অক্টোবর থেকে শেষ অক্টোবরের মধ্যে রোপণ করা ভালো। মধ্য অক্টোবর থেকে শেষ অক্টোবরের মধ্যে রোপণ করা উত্তম। এর পর রসুন লাগালে ফলন খুবই কমে যাবে।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ৪-৫ মাস পর ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

রসুনের অনেক গুণগত গুণ রয়েছে। নিয়মিত রসুন খেলে রক্তচাপ ও রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে। রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার এর বিরুদ্ধে কাজ করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

র্না : চার থেকে পাঁচ মাস পর রসুন উত্তোলন করা যায়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩,০০০ কেজির কাছাকাছি। ভাল বীজ, প্রয়োজন মতো সার ও সেচ দিলে হেক্টর প্রতি ৭,২৫০-৮,০০০ কেজি ফলন পেতে পারেন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : রসুন রোপণের ২ মাস পর রসুন গঠিত হতে থাকে। তিন থেকে চার মাস পর কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে।

বীজতলা পরিচর্যা : রসুন তোলার সময় পাতার অগ্রভাগ হলুদ বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। রসুনের বাইরের দিকের কোয়াগুলি পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বি ফুলে উঠে এবং দুটি কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। এ সময় রসুন তোলার উপযুক্ত সময়। গাছ হাতে টেনে তুলে নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

চাষপদ্ধতি :

বিনা চাষে রসুন উৎপাদনঃ বন্যা প্লাবিত এলাকায় বন্যার পানি নেমে গেলে জমির আগাছা পরিষ্কার করে রসুনের কোয়া রোপণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে ধানের খড় দ্বারা মালচিং করে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এভাবে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করা যায়।

নালা পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদনঃ এ পদ্ধতিতে পানি জমে না এরকম দোআঁশ মাটিতে নালা তৈরি করে তাতে রসুনের কোয়া রোপণ করা হয়। লাইনে রসুন রোপণের জন্য সাধারণত ৪ মিটার লম্বা ও ১.৫ মিটার প্রস্থের ব্লক তৈরি করা হয়। চার ইঞ্চি দূরত্বের লাইনে ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে ১ (এক) ইঞ্চি গভীর নালায় রসুনের কোয়া লাগাতে হবে। লাগানোর সময় কোয়ার অগ্রভাগ উপরের দিকে রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

[বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রসুন ভাল জন্মে। ঠান্ডা আবহাওয়া রসুন চাষের জন্য অনুকূল। রসুন লাগানোর পর অতিরিক্ত গম, মেঘলা আবহাওয়া বাবেশী বৃষ্টিপাত হলে রসুন ভালভাবে গঠিত হতে পারে না। পানি জমে না এমন দোআঁশ মাটি রসুন চাষের উপযোগী।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

[মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

সার পরিচিতি :

[সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

ভেজাল সার চেনার উপায় :

[ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও](#)

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতকপ্রতিসার	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	২০ কেজি	৫ টন
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	২০০ কেজি
টিএসপি	১ কেজি	২৫০ কেজি
পটাশ	১.৫ কেজি	২৫০ কেজি
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	১১০ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর, টি এস পি, জিপসাম এবং তিন ভাগের ১ ভাগ ইউরিয়া ও এমওপি জমি তৈরির সময় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমান ভাগে রসুন বপনের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর দিতে হবে।

[অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

জমিতে ২ থেকে ৩ ইঞ্চি মোটা করে শুকনা কচুরিপানা বা ধানের খড়ের স্তর দিয়ে মালচ করলে রসুনের ফলন ভালো হয়। এক্ষেত্রে বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। মালচ ছাড়া চাষ করলে জমির প্রকারভেদে ১৫ থেকে ২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। সেচ দেয়ার পর জমি জো আসার পর অবশ্যই চটা ভেঙে দিতে হবে। সেচ দেয়ার ৩০-৬০ মিনিট পর সেচ নালা খুলে দিতে হবে। রসুন সংগ্রহের ৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : জমিতে রসের অভাব থাকলে সেচ দিতে হবে। পুরো জীবন কালে মাটিতে রসের মাত্রা ৭০% এর নিচে নেমে যাবার আগে (পূর্ণ বয়সী শিকড় ৪০ সেমি) সেচ দিন। তবে গাছের বাড়নের প্রথম দিকে ৭০% এর নিচে গেলে বাড়ন ও ফলন বেশ কমে যা শিকড়ের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ নিচের মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে চিকণ বুনটের মাটি /পলিময় কাঁদা জমিতে তা শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা হলে এবং জমিনে ফেলে দিলে না ভাঙলে ২ দিন পর সেচ দিন। মাঝারি থেকে মোটা বুনটের মাটি /বেলে প্রধান জমিতে তা শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা হলে এবং জমিনে ফেলে দিলে না ভাঙলে ১ দিন পরই সেচ দিন। বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এর পর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন। রসুন সংগ্রহের ৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ রাখতে হবে।

লবগাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ বার্না সেচ দিন। ফিতা পাইপের সহায়তায়/ কলসি /বাঁঝারি দিয়ে বার্না সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

[কৃষিতথ্যসার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সারা বছর। রবি।

আগাছার ধরন : কাণ্ড শক্ত ও খাড়া, ৩০-৯০ সেমি লম্বা। তাতে অনেক শাখা প্রশাখা বেরোয়। পাতা সরল, বোঁটায়ুক্ত, একান্তর, কিনারা অসমভাবে কাটার মতো দেখায়। পাতার রঙ রূপালি সবুজ। নিচের পাতাগুলো রাজহাঁসের পায়ের মতো। প্রায় প্রতিটি গাঁট থেকে এবং কাণ্ডের আগায় সবুজ বোঁটায় থোকায় থোকায় ফুল জন্মে। বীজ গোলাকার ও কালো রঙের। বীজের মাধ্যমে বংশ বাড়ায়। অক্টোবর—ডিসেম্বর মাসে জন্মে, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বীজ আসে এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ। বাছাই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সহিতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : অবস্থা ভেদে কান্ড ৫-৪৫ সেমি লম্বা, মসৃণ, গোলাকার, শায়িত ও বহু শাখাল। গাঁটে গুচ্ছ মূল হয়। রঙ সাধারণত সবুজ, তবে কখনো কিছুটা লালচে হয়। পাতা সরু, লম্বা। পাতার খোলার যে যায়গা কান্ডকে দেখে রাখা তা হালকা সবুজ। ফুল ধারণকারী কান্ড খাড়া, মুকুল ৩-৫টি আংগুলের মতো ছড়ানো। শিষ/ছড়া ২ সারিতে ভাগ করা, ফল ধানের মতো, বোটাহীন পাশে চাপা। লিগিউল সাদা আংটির মতো রোম ওয়াল। ধাবক(লতি), মূলকন্দ(গুড়ি), ও বীজের মাধ্যমে বংশ বাড়ায়। গরম ও ভেজা পরিবেশে তাড়াতাড়ি বাড়ে।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন। চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়।

আগাছার ধরন : সাধারণত ১৫০ সেমি লম্বা হতে পারে। খফট জাত ১৫-৩০ সেমি হয়। কান্ড দৃঢ় ও খাড়া, গোড়ার দিক থেকে শাখা বের হয়। পাতা তলোয়ালের মতো, বেড় প্রায় ১.৫ সেমি মসৃণ ও গাঢ় সবুজ, দেখতে ধান গাছের পাতার মতো। পাতার খোলে লিগিউল নাই, কিছুটা লোম যুক্ত এবং লাংড় সাথে ঢিলেভাবে লাগানো। ফুলের ম্যকুল দৃঢ় ভাবে বসানো। ছড়ার রঙ বেগুনি সবুজ বা হালকা বেগুনি। ফুলে লম্বা শোঙ আছে। সাধারণ বীজের মাধ্যমে বংশ বাড়ায়। মাঝারী উঁচু থেকে মাঝারি নিচ্য জমিতে বেশি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই। চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : মুখা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়।

আগাছার ধরন : সাধারণত ১০-৪৫ সেমি লম্বা হয়। কান্ড খাড়া, সোজা, শাখা বিহীন, মসৃণ, তিন কোণাকার ও ফাঁপা। পাতা ঘন সবুজ, খাড়া, কোণাকুনি সোজা ও কিছুটা মোচড়ানো। মূল মাটির নিচে কন্দে পরিণত হয়। ফুলের বিন্যাস ছাতার মতো। অসংখ্য ফুল, ২ সারিতে সাজানো। খয়েরী রঙ, চ্যাপ্টা বাদামী বীজ ও কন্দ দিয়ে বংশ বিস্তার করে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই। চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আবহাওয়া ও দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : মাঘ

ইংরেজি মাসের নাম : জানুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি, খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতিরিক্ত কুয়াশা, শিশির ও আর্দ্র আবহাওয়া

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

অতি ঘন করে রসুন লাগাবেন না। সুস্থ, নিরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করুন। নভেম্বরের ১-১৫ তারিখের মধ্যে রসুন রোপণ করুন। একই জমিতে বার বার রসুন চাষে বিরত থাকুন।

[কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা (ভিটাভেক্স-২.৫ গ্রাম বা ব্যাভিস্টিন-২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ) বা ট্রাইকোডারমা ভিডিডি (৩-৪ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা শোধন করা সুমম হারে সার প্রয়োগ করুন। বীজ বপনের পূর্বে থিরাম+কার্বোন্ডিন গুপের ছত্রাকনাশক প্রোভেক্স-২০০ (লারসেন কোম্পানী) প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝরনা দিয়ে সেচ দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের নালা তৈরি করে রাখুন। বাড়ি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ১২/০২/২০১৮।](#)

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন। বাতি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\)](#), ১২/০২/২০১৮।

ফসলের পোকামাকড়

পোকাকার নাম : রসুনের এরিওফাইট মাকড়

পোকাকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : অতি ক্ষুদ্র মাকড়।

ক্ষতির ধরণ : অতি ক্ষুদ্র মাকড়ের আক্রমণে রসুনের পাতা কুঁকড়িয়ে জড়িয়ে যায় এবং বাদামি রং ধারণ করে। রসুনের আকার ছোট হয়ে ফলন কম হয়।

দমন ব্যবস্থা : ১. ক্ষেত থেকে মাকড় বা ডিমসহ আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ ডাল কেটে দেয়া অপসারণ করা ২. লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে অনুমোদিত মাকড়নাশক যেমন: সালফেক্স ১.৫ গ্রাম বা সানমাইট ৩ মিলি. বা ওমাইট ২ মিলি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করা ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সালফার গুপের (কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডলিউজি বা থিওভিট ৮০ ডলিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডলিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডলিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডলিউজি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করা ২. ক্ষেত পরিষ্কার পরচ্ছন্ন রাখা ৩. জমিতে পরিমিত পরিমানে জৈবসার প্রয়োগ করা ৪. নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

[কৃষিতথ্যসার্ভিস \(এআইএস\)](#), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : রসুনের লেদা পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এক ধরনের মথা। ডিম ফুটে সবুজ রঙের.২-২.৫ সেমি কীড়া বের হয়।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।

দমন ব্যবস্থা : কীড়াসহ গাছ থেকে পাতা ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলতে হবে, ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়। ফেরোমন ফাঁদ পাতার পরও যদি আক্রমণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তবে জৈব বালাইনাশক এসএনপিডি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, ব্রাকন হেবিটর পর্যায়ক্রমিকভাবে অবমুক্তায়িত করলে এ পোকাকার আক্রমণের হার অনেকাংশে কমে যায়। আক্রমণ বেশি হলে স্পর্শ বিষ যেমন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (সুপারথ্রিন-১০ ইসি বা সিমবুশ-১০ ইসি বা ফেনম বা রাইসন ইত্যাদি) প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ২. সুস্বাস্য ব্যবহার করা ৩. সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করা ৪. চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে।

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ২৩/০২/২০১৮।](#)

পোকাকার নাম : রসুনের পাতা মোড়ানো পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এক ধরনের মখ। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায় এবং সবুজ অংশ খায়। এটি সাধারণত কচি পাতাগুলো আক্রমণ করে থাকে।

দমন ব্যবস্থা : আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন-২ মিঃলিঃ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করা।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে এমামেস্ট্রিন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড অথবা সিমবুশ ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ক্ষেতে ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা(বিঘা প্রতি ৮-১০ টি),নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : রসুনের থ্রিপস পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম :: নেই

পোকা চেনার উপায় : পোকা ২-৩ মিমি, স্ত্রী পোকা সরু, হলুদাভ। পুরুষ গাঢ় বাদামী। বাচ্চা পোকা হলুদ অথবা সাদা। এদের পিঠের উপর লম্বা দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : পোকা গাছের কচি পাতা ও পুষ্পমঞ্জুরির রস চুষে খায় বলে পাতা রূপালী রং ধারণ করে অথবা ক্ষুদ্রাকৃতির বাদামী দাগ বা ফোটা দেখা যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতা শুকিয়ে মরে যায়। কন্দ আকারে ছোট ও বিকৃত হয়।

দমন ব্যবস্থা : গাছের আক্রান্ত অংশ অপসারণ করা, প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা, পরিষ্কার পানি জোরে স্প্রে করা, সাদা রঙের আঠালো ফীদ ব্যবহার করা, তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা, বেশি পোকা দেখা দিলে এডমেয়ার ২০ এসএল ০.৫ মিলি./লি হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা ইমিটাফ অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করা ২. সুখম সার ব্যবহার করা ৩. ক্ষেত পরিষ্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা।

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\), ২৩/০২/২০১৮।](#)

ফসলের রোগ

রোগের নাম : রসুনের লাল মরিচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে পাতায়, কাণ্ডে ও ফলে লালচে মরিচার মত এক ধরনের উচু দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত পাতা ও উগা ছাটাই করে ধুঁস করুন। সুষম সার প্রয়োগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধি ঠিক রাখুন। প্রোপিকোনাজল গুপের ছত্রাক নাশক যেমন: টিল্ট ১০ লি. পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে ১২ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : রসুনের পার্পল ব্লচ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে পাতায় ও বীজকাণ্ডে পানি ভেজা তামাটে, বাদামি বা হালকা বেগুনি রংয়ের দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা উপর থেকে মরে আসে। এক সময় পাতা/গাছ ভেঙে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) অথবা মেনকোজেব+ মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডেমিল গোল্ড ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

কার্বোন্ডাজিম/আইপ্রোডিয়ন/মেনকোজেব/মেটালোক্সিল/জোক্সিস্ট্রবিন+ ডাইফেনোকোনাজল/ডাইফেনোকোনাজল/টেবুকোনাজল/ট্রাইসাইক্লাজল
ল গ্রুপের বালাইনাশক পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

ফসল সংগ্রহের পর সমস্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : রসুনের আগা মরা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার আগায় প্রথমে পানিভেজা সাদা দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে এবং আগা মরে শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

মেনকোজেব+মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা আইপ্রোডিয়ন জাতীয় ছত্রাকনাশক (রোভরাল ২০
গ্রাম)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবস্থা নিন। আইপ্রোডিয়ন বা মেনকোজেব+মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল বা রিডোমিল
গোল্ড ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : রসুনের ডাউনি মিলডিউ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতায় গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রংগের তালির মত দাগ দেখা যায়।
ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

মেনকোজেব+মেটালোক্সিল জাতীয় ছত্রাকনাশক (রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা আইপ্রোডিয়ন জাতীয় ছত্রাকনাশক (রোভরাল ২০
গ্রাম)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত গাছের অংশ সংগ্রহ করুন। আইপ্রোডিয়ন বা মেনকোজেব+মেটালোক্সিলাজাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল বা রিডোমিল গোল্ড ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

প্রয়োজনে কল সেন্টার বা কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : রসুন রোপণের ২ মাস পর কন্দ গঠিত হতে থাকে। তিন থেকে চার মাস পর কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে। চার থেকে পাঁচ মাস পর রসুন উত্তোলন করা যায়। রসুন তোলার সময় পাতার অগ্রভাগ হলুদ বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। কন্দের বাইরের দিকের কোয়াগুলি পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বি ফুলে উঠে এবং দুটি কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। এ সময় রসুন তোলার উপযুক্ত সময়। গাছ হাতে টেনে তুলে নিন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

মাটি বেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এরপর ছায়ায় ৩-৪ দিন শুকিয়ে নিন। রোদে শুকালে রসুন নরম হয়ে যেতে পারে। তারপর কান্ড থেকে কন্দ কেটে গুদামজাত করা হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

মাঠ থেকে সংগ্রহের পর ছোট, মাঝারি ও বড় এই তিনটি গ্রেডে ভাগ করুন। সংরক্ষণের আগে রোগাক্রান্ত ও কাটা ছেড়া ও বড় ছোট কোয়া বাছাই করে নিন।

সংরক্ষণ : শুকনো বীজ রসুন আলো বাতাস চলাচলযুক্ত ঘরের মাচায় বেনি করে বুলিয়ে রাখুন। এতে রসুন ভাল থাকে। বেশি পরিমাণ হলে শুকিয়ে ঠান্ডা করে চটের নেটের বস্তায় ভরে রাখুন। এছাড়া বেশি পরিমাণে শুকনো রসুন হিমাগারে ০-২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-৭০% আর্দ্রতায় বেশি দিন সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

আগের বছরের উৎকৃষ্ট ফসল থেকে ০.৭৫ থেকে ১.০ গ্রাম ওজনের কন্দ/কোয়া বেছে বীজ হিসেবে ব্যবহার করুন। এর চেয়ে ছোট আকারের কোয়া রোপণ করলে ফলন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবেন না। হেক্টরে ৫০০-৭০০ কেজি কোয়ার প্রয়োজন।

বিনা চাষে বন্যা প্রাণিত এলাকায় বন্যার পানি নেমে গেলে সুনিষ্কাশিত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআঁশ মাটিতে আগাছা পরিষ্কার করে কাঠের বা লোহার তৈরি আঁচড়া দিয়ে সরু নালা তৈরি করে রসুনের কোয়া রোপণ করুন। পরে ধানের খড় দিয়ে মালচিং করে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এভাবে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করা যায়।

নালা পদ্ধতিতেঃ এ পদ্ধতিতে সারিতে রসুন রোপণের জন্য সাধারণত ৪ মিটার লম্বা ও ১.৫ মিটার প্রস্থের ব্লক তৈরি করে দূরত্বের সারিতে ৭-১০ সেমি দূরে দূরে ২.৫ সেমি গভীর নালায় কোয়ার আগা উপরের দিকে রেখে রুয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিন। জমিতে ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার পুরু করে কচুরিপানা বা ধানের খড়ের স্তর দিয়ে মালচ করলে রসুনের ফলন ভালো হয়। রসুন খুব ভালোভাবে পরিপক্ব করে নিয়ে ক্ষেত থেকে তুলতে হবে। অপরিপক্ব রসুন তুললে সেটা থেকে বীজ করা যাবে না।

বীজ সংরক্ষণ:

রসুন সংগ্রহের পর ৫-৬ দিন ছায়ায়ুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। একে রসুনের কিউরিং বলে। পরে পরিমাণ মতো রসুনের শুকনো গাছ বেনি তৈরি করে বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে বুলিয়ে রাখতে হবে। এক ঝোপা থেকে অন্য ঝোপা কিছুটা দূরে/ফাঁকা করে রাখতে হবে যাতে করে বাতাস চলাচল করতে পারে। এছাড়া রসুন উত্তোলনের পর পাতা ও শিকড় কেটে ব্যাগে এবং বাঁশের র্যাক, মাচায় এবং চটের বস্তাতেও

সংরক্ষণ করা যায়। বীজের জন্য এভাবে সংরক্ষণ করার আগে যেটা মোটা, সুস্থ, সবল, রোগব্যাপি বিহীন রসুন বাছাই করতে হবে। শুকনো বীজ রসুন আলো বাতাস চলাচলযুক্ত ঘরের মাচায় বেনি করে বুলিয়ে রাখুন। এতে বীজ রসুন ভাল থাকে। এছাড়া বেশি পরিমাণে শুকনো রসুন হিমাগারে ০-২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-৭০% আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\)](#), ১২/০২/২০১৮।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বীজ উৎপাদনকারী চাষি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\)](#)

[বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট](#)

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সরকার ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর অনুমোদিত বীজ ডিলার। প্রতি কেজি ইউরিয়াঃ ১৬.০০ টাকা, টিএসপিঃ ২২.০০ টাকা, ডিএপিঃ ২৫.০০-২৭.০০ টাকা, এমওপিঃ ১৫.০০ টাকা; জিপসামঃ ১০-১২.০০ টাকা, জিংক অক্সাইডঃ ৬০.০০-৮০.০০ টাকা, বরিক এসিডঃ ৬০.০০-৭০.০০ টাকা।

[সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

[কৃষি তথ্য সার্ভিস \(এআইএস\)](#), ১২/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : সেচযন্ত্র/এলএল এস টি ডবলিও /স্প্রিংকলার

ফসল : রসুন

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : অশ্ব শক্তি ১-২।

যন্ত্রের উপকারিতা :

শ্রম সাশ্রয়ী। কম জমির জন্য।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

পরিচালনা সহজ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : খুরপি/ নিড়ানি /কাঁচি

ফসল : রসুন

যন্ত্রের ধরন : বীজ প্রস্তুতকরণ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : লাঞ্জল

ফসল : রসুন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমভনযোগস সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধাজনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : চাষাবাদে জমি কর্ষণে পাওয়ার টিলার। হাই স্পিডি রোটোরি টিলার।

ফসল : রসুন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলিত পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটোরি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। তা একটি উন্নত মানের শূকনা জমি চাষের যন্ত্র। ১২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পারে। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রের রোটোরি ব্লড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাঁচা, বাঁশের বুড়ি, চটের থলে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

বুড়ি/কার্টন/ প্লাস্টিকের বুড়িতে।

[ফসল বাজারজাতকরণের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।